

া মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ৫৭৫২

পর্ব-২৯: চারিত্রিক গুণাবলি ও মর্যাদাসমূহ (كتاب الْفَضَائل وَالشَّمَائل)

পরিচ্ছেদঃ প্রথম অনুচ্ছেদ - নবীকুল শিরোমণি -এর মর্যাদাসমূহ

الفصل الاول (بَابُ فَضَائِلِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ)

আরবী

وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: لَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ صِفَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّوْرَاةِ قَالَ: أَجَلْ وَاللَّهِ إِنَّهُ لموصوف بِبَعْض صفقِه فِي القرآنِ: (يَا أَيُّهَا النبيُّ إِنَّا أُرسلناكَ شَاهدا ومُبشِّراً وَنَذيرا) وحِرْزا للأُمِيّينَ أَنْت بعدِي وَرَسُولِي سَمَّيْتُكَ الْمُتَوَكِّلَ لَيْسَ بِفَظٍّ وَلَا غَلِيظٍ وَلَا سَخَّابٍ فِي الْأَسْوَاقِ وَلَا يَدْفَعُ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةِ وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِرُ وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللَّهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ بِأَنْ يَقُولُوا: لَا إِللَهَ إِلَّا اللَّهُ وَيَغْفُو وَيَغْفِرُ وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللَّهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ بِأَنْ يَقُولُوا: لَا إِللهَ إِلَّا اللَّهُ وَيَفْتَحُ بِهَا أَعْيُنًا عُمْيًا وَآذَانًا صَمُمَّا وَقُلُوبًا غُلْفًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

رواه البخارى (2125) ـ

(صَحِيح)

বাংলা

৫৭৫২-[১৪] 'আত্বা ইবনু ইয়াসার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর ইবনুল আস (রাঃ) -এর সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে বললাম, তাওরাতে রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর যে গুণ বর্ণিত আছে, সে সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন। তিনি বললেন: হ্যা, আল্লাহর শপথ! কুরআনে বর্ণিত তাঁর কিছু গুণাবলিসহ তাওরাতে তাঁর গুণাগুণ বর্ণনা করা হয়েছে- "হে নবী! আমি তোমাকে সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা, সতর্ককারী হিসেবে এবং উদ্মতের রক্ষাকারী হিসেবে প্রেরণ করেছি। তুমি আমার বান্দা ও রাসূল। আমি তোমার নাম দিয়েছি মুতাওয়াক্কিল বা ভরসাকারী, তুমি রুঢ় বা কঠোর হৃদয় এবং বাজারে তর্ককারী ও হৈ-হুল্লোড়কারী নও। তিনি কোন মন্দ দ্বারা মন্দকে প্রতিহত করবেন না, বরং তিনি এদেরকে মার্জনা করে দেবেন এবং মাফ করে দেবেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে ততদিন পর্যন্ত দুনিয়া হতে উঠিয়ে নেবেন না, বক্রপথে চালিত জাতিকে যতদিন সৎপথের উপর প্রতিষ্ঠিত করবেন না তাঁর দ্বারা। অর্থাৎ যতক্ষণ লোকজন লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ এর উপর বিশ্বাসী না হয় এবং তার দ্বারা অন্ধ চোখ, বিধির কান এবং বন্ধ অন্তর উনুক্ত না হয়ে যায়। (বুখারী)



ফুটনোট

সহীহ বুখারী ২১২৫, মুসনাদে আহমাদ ৬৬২২, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ১৮৫, দারিমী ৬, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব তবারানী ১৬৩, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী ১৩৬৮১, আল আদাবুল মুফরাদ ২৪৬।

ব্যাখ্যা

এভাবে তাওরাতে তার আরো যে গুণ বলা হয়েছে:

(وحِرْوا الرُمِيّين) "উম্মীদের রক্ষাকবচ ও আশ্রয়স্থল।" তাঁর উম্মতের অধিকাংশ নিরক্ষরতার দরুন এ গুণটির উল্লেখ করা হয়েছে। আবার তিনি তাদের মাঝে থাকাবস্থায় তাদের রক্ষাকবচের মতো গুণটির উল্লেখ কুরআনে যেভাবে বলা হয়েছে- (المَوْالِيُوْلَيْهُمْ اللَّهُ لِيُعْلَبُهُمْ وَ اَللَّهُ لِيُعْلَبُهُمْ وَ اَللَّهُ لِيُعْلَبُهُمْ وَ اَللَّهُ لِيُعْلَبُهُمْ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَعْلَبُهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُسَلِّكُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسَلِّكُونَ اللَّهُ اللَّ

(اَيْسَ بِفَظّ وَلَا غَلِيظٍ) "তিনি রাগী ও কঠিন নন।" এই মর্মে কুরআনে যেভাবে বলা হয়েছে (فَبِمَا رَحِامَةٍ مِّنَ اللّهِ لِناَيَتَ لَهُم اللهِ لِناَيِّتَ لَهُم اللهِ لِناَيِّتِ لَهُم اللهِ اللهِ اللهِ لِناَيِّتِ لَهُم اللهِ اللهِ لِناَيِّةً وَلَا اللهِ لَا اللهِ لِناَيِّةً وَلَا اللهِ لِنَايِّةً وَلَا اللهِ لِناَيِّةً وَلَا اللهِ لِناَيِّةً وَلِي اللهِ لِنَايِّةً وَلَا اللهِ لَهُ اللهِ لَهُ اللهِ اللهِ اللهِ لِناللهِ لِنامِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

(رجَالٌ وَ لَا بَياعِ عَن وَ ذَكارِ اللهِ) "তারা এমন কতিপয় লোক যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য



আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন করতে পারে না।" (সূরা আন্ নূর ২৪: ৩৭)

(وَلَا يَدْفَعُ بِالسَّيَّةِ السَّيَّةِ السَّبِّةِ السَّيَّةِ السَّيَّةِ السَّيَّةِ السَّيَّةِ السَّيَّةِ اللَّهِ) "আর মন্দের প্রতিফল তো অনুরূপ (جَزَوُّ السَيِّةِ سَيِّتَةٌ مِتْاللَهُ) তবে যে ক্ষমা করে ও আপোষ করে তার পুরক্ষার আল্লাহর কাছে রয়েছে"- (সূরা আরশ শূরা ৪২ : ৪০)। অন্যত্র রয়েছে- (الرَّافَعُ اللَّهِ) "মন্দের জওয়াবে তাই বলুন, যা উত্তম।" (সূরা আল মু'মিনূন ২৩: ৯৬)

وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِرُ) "তিনি ক্ষমা করেন, ক্ষমার দু'আ করেন।" অর্থাৎ যে দোষ করে তাকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখেন এবং তার গোনাহ ক্ষমা করে দেয়ার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে فَاعَدَفُ)
(العَامَةُ وَاصِافَحَ "অতএব, আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং মার্জনা করুন" - (সূরাহ আল মায়িদাহ ৫ : ১৩)। অন্যত্র রয়েছে - (الهُوْلَ الهُولِيَّ الْهُولِيَّ الْهُولِيُّ اللهُولِيَّ اللهُولِيَّةِ اللهُولِيِّةِ اللهُولِيَّةِ اللهُولِيَّةُ اللهُولِيِّةُ اللهُولِيَّةُ اللهُولِيَّةُ اللهُولِيَّةُ اللهُولِيَّةُ اللهُولِيَّةُ اللهُولِيَّةُ اللهُولِيَّةُ اللهُولِيَّةُ اللهُولِيَّ

(حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ) "যতক্ষণ না বক্র জাতিকে সংশোধন করেছেন। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা.)- এর মাধ্যমে তাদের বক্রতা সংশোধন করার পরই তাকে ওফাত দিবেন। কাফিরদেরকে তিরস্কার করে তাদের বক্রতা কুরআনে যেভাবে তুলে ধরা হয়েছে –

থি وَ هُمْ بِالسَّاخِرَةِ كَفِرُواَنَ) "যারা আল্লাহর পথে আনু يَصِدُّواَنَ عَن سَبِيسَلِ اللَّهِ وَ يَبِالْغُوانَهَا عِوَجًا وَ هُمْ بِالسَّاخِرَةِ كَفِرُوانَ) "যারা আল্লাহর পথে বাধা দিত এবং তাতে বক্রতা অন্বেষণ করত, তারা পরকালের বিষয়েও অবিশ্বাসী ছিল।" (সূরা আল আ'রাফ ৭ : 8৫)

এই মর্মে কুরআনের কয়েক জায়গায় বর্ণিত হয়েছে। অপরদিকে ইসলামের প্রশংসা করে কুরআনে বলা হয়েছে-(خُلِکَ الدِّياَيُّنُ السَّيَّامُ)"এটিই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান।" (সূরাহ আত্ তাওবাহ্ ৯ : ৩৬)

অন্যত্র বলা হয়েছে- إِلَى صِرَاطٍ مُساتَقِيامٍ) "নিশ্চয় আপনি সরল পথ প্রদর্শন করেন।" (সূরা আরশ শূরা- ৪২: ৫২)

(مَتَّى يُقِيمَ بِهِ) বাক্যটির সম্পর্ক (مِتَّى يُقِيمَ بِهِ) এর সাথে। অর্থাৎ তাদের সংশোধনী ও সঠিক পথ প্রদর্শন এই কালিমাহ্ বলার মাধ্যমে। এতে ইঙ্গিত হলো রাসূল (সা.) -এর মূল কাজ তাওহীদ বা একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা। এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্ধ চক্ষু, বিধির কান, বন্ধ হৃদয় খুলে দিবেন বলে তাওরাতে রয়েছে। এগুলো কাফিরদের বৈশিষ্ট্য। কুরআনে বলা হয়েছে-



পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি 🛘 বর্ণনাকারীঃ আতা ইবনু ইয়াসার (রহ,)

👲 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন